লোকপ্রজ্ঞা পরিচয়

লোকপ্রজ্ঞা

লোকপ্রজ্ঞা

LOKAPRAJNA

অখণ্ডমণ্ডলাকারং
ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্

প্রকাশক ঃ
লোকপ্রজ্ঞা প্রকাশন বিভাগ- প্রজ্ঞাভাষ্য
প্রজ্ঞামন্দির
২৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশকাল ঃ
শুভ বিজয়া দশমী, ১২ই অক্টোবর, ২০২৪

বিনিময় ঃ ৫ টাকা

বইপত্র পাওয়ার ঠিকানা
তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কল-৭৩
হিমাংশু মাইতি- Mob. 9830532858
E-mail : mpkolkata06@gmail.com
Web : www.tuhinaprakashani.com

সর্বভারতীয় প্রবুদ্ধ মঞ্চ
প্রজ্ঞা প্রবাহের
পশ্চিমবঙ্গ শাখা লোকপ্রজ্ঞা

লোকপ্রজ্ঞা পরিচয়

Regd. No. 190200399/2022/KOL

State Office : PRAJNA MANDIR
26, Bidhan Sarani, Kolkata - 6,
Mobile : 9432435556, 98305 32858, 70013 29094
Email Id : lokaprajnawb@gmail.com
Website : lokaprajna.org

Central Registered Office :
W-99, Greater Kailash-1, New Delhi 110048
srikant.jnu@gmai.com/mahendrajha9@gmail.com
M. 8802299664/9717271214

লোকপ্রজ্ঞা পরিচয়

লক্ষ্য ঃ- 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে, -এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ।

উদ্দেশ্য ঃ- আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধারে ভারতের পরম্পরাগত মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

শর্তাবলী ঃ- (১) অরাজনৈতিক, ইতিবাচক, অনুশাসনবদ্ধ ও প্রমানসিদ্ধ আলোচনা। (২) সময়ানুবর্ত্তিতা এবং (৩) শান্তভাবে পঠন, মনন ও নিদিধ্যাসন।

কার্যাবলী ঃ- (১) নিয়মিত স্থানীয় চর্চাকেন্দ্রে যোগদান এবং গভীর মনন সামগ্রী পুস্তকরূপে প্রকাশ। (২) নিয়মিত মাতৃশক্তি, চারস্তর ছাত্রশক্তি এবং বিষয়ভিত্তিক শৈক্ষনীক আলোচনায় সপরিবারে অংশগ্রহণ। (৩) মাঝে মাঝে সপরিবারে অনুভব দর্শন এবং জাতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ।

প্রকৃতি ঃ- লোকপ্রজ্ঞা সর্বভারতীয় প্রবুদ্ধ মঞ্চ প্রজ্ঞাপ্রবাহ অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অধ্যাত্ম ও উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানমুখী পারিবারিক সংগঠন।

পদ্ধতি ঃ- সাংগঠনিক বিভাগে প্রতি চর্চাকেন্দ্রে সক্রিয় অনুভবী পাঁচ কমকর্তার পরিচালন গোষ্ঠী থাকে।

ক) সংযোজক ঃ- সংগঠনের সার্বিক বিকাশের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি

খ) সহ সংযোজকঃ- সংযোজকের সহকারী এবং মুখ্যত শৈক্ষণীক বিভাগে বিশেষ নজর।
১।সংগীত ২।সমাজ বিজ্ঞান ৩।বিজ্ঞান ৪।যোগবিজ্ঞান ৫।প্রজ্ঞাভাষ্য

গ) ব্যসঃ- ব্যবস্থা ও সম্পর্ক প্রমুখ। কার্যালয়, হিসাব পত্র, অনুষ্ঠানের সুব্যবস্থা এবং ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্ক ঠিক মতো।

ঘ) মাতৃশক্তি প্রমুখঃ- সম্পর্কিত সমস্ত পরিবারের মাতৃগোষ্ঠী এবং বাহিরের প্রবুদ্ধ মাতৃগোষ্ঠীর সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং সার্বিক বিকাশের জন্য নানা অনুষ্ঠান।

ঙ) ছাত্রশক্তি প্রমুখঃ- সম্পর্কিত সমস্ত পরিবার এবং বাহিরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চার স্তরের ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং নানাবিধ অনুষ্ঠান।

(১ম-৪র্থ শ্রেণী = ঊষা, ৫ম-৮ম শ্রেণী = উদয়, ৯ম -১২শ শ্রেণী = উন্মেষ এবং তদুর্ধ ছাত্রছাত্রী = উত্তরণ)।

প্রতি ইংরাজী মাসের নির্ধারিত দিনে ছাত্রশক্তির ঊষা, উদয়, উন্মেষ, উত্তরণ এবং শৈক্ষণীক ও সাংগঠনিক বিভাগের অনুষ্ঠান বা বৈঠক হয়ে থাকে।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ সম্মেলন -'অনুভব দর্শন'

1. 18 November, 2018 -**বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়,** বেলুড় মঠ।
2. 17 March, 2019 -**মা ভবতারিণী মন্দির,**দক্ষিণেশ্বর।
3. 6 August, 2019 -**বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরী ও বেলুড় মঠ।**
4. 16 September, 2019 -**বসু বিজ্ঞান মন্দির,** কোলকাতা।
5. 2 February, 2020 -**স্বামীজীর জন্মভিটা,** কোলকাতা।
6. 15 Mach, 2020 -**ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ মুখ্যালয়,** কোলকাতা।
7. 21 March, 2021-**কালীঘাট, নেতাজী ভবন ও শ্যামাপ্রসাদ জন্মস্থান,** কোলকাতা।
8. 2 January, 2022 -**জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী,** কোলকাতা।
9. 1 May, 2022 (দক্ষিণবঙ্গ) -**বর্গভীমা মন্দির সংলগ্ন ঋষিধাম,** তমলুক।
10. 3 May, 2022 (মধ্যবঙ্গ) -**চুঁচড়া জোড়াঘাট,** হুগলী।
11. 31 July, 2022 -(পশ্চিমবঙ্গ) **বেলুড়মঠ।**

12. 25-26 December, 2022 - (পশ্চিমবঙ্গ) **নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন**।
13. 30 April, 2023 -**বসু বিজ্ঞান মন্দির**, সল্টলেক।
14. 18 June, 2023 - **রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দ পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র**, কলকাতা
15. 29-30 July, 2023 (১ম পর্ব) -**কামারপুকুর**
    26-27 আগস্ট, 2023 (২য় পর্ব)- **কামারপুকুর**
16. 1 October, 2023 - **নৈহাটি**, কাঁটালপাড়া
17. 17 March, 2024 -**এনআইটি**, দুর্গাপুর
18. 15-16 June, 2024 - **আইআইটি**, খড়গপুর

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিভিন্ন বৈঠক/সম্মেলন/ লোকমন্থনে- যোগদান

● ২০১৪, ৮ই নভেম্বর বারানসী ● ২০১৫ বারানসী ও জয়পুর ●২০১৬-১২ নভেম্বর ভোপাল লোকমন্থন ● ২০১৭- আমেদাবাদ ● ২০১৮- রাঁচী লোকমন্থন, দিল্লী ● ২০১৯- ত্রিবান্দ্রম ● ২০২০ বরোদা, পাটনা ● ২০২১ বরোদা ● ২০২২ ভোপাল। ● ২৩-২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ গৌহাটী, লোকমন্থন ● **আগামী লোকমন্থন**-২১-২৪ নভেম্বর ২০২৪ হায়দ্রাবাদ।

সংগঠন মন্ত্র

ঋগ্বেদ সংহিতা থেকে

ওঁ সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে।। - ১০।১৯১।২।।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।।
-১০।১৯১।৩।।
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।। -১০।১৯১।৪।।

অর্থ ঃ পায়ে পা মিলিয়ে চলো, স্বরে স্বর মিলিয়ে বলো, মনে সমভাব জাগ্রত হোক। পুরাকালে দেবতারা এভাবেই করেছিলেন। সম্মিলীত বুদ্ধিতে কাজ করলে অভীষ্ট লাভ হয়।।২।।

এইভাবে চললে মন্ত্র এক হয় অর্থাৎ সকলে মিলে একই সিদ্ধান্ত হয়, সভা এক হয় এবং সর্বান্তকরণে মন এক হয়। আমরা সকলে মিলে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রেরণা এবং সকলে সমান ভোজ্য প্রাপ্ত হই।।৩।।

আমাদের ভাবনা তথা সংকল্প সমান হোক, হৃদয় সমান হোক, মন সমান হোক, যাতে পরস্পর পরস্পরের সহকারী হতে পারি।।৪।।

বন্দে মাতরম্

(মূল বাংলা রূপ)

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিনীম্
সুখদাং, বরদাং, মাতরম্।

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কল-কল-নিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈধৃতখর-করবালে
অবলা কেন মা এত বলে।

বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।।

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী,
কমলা-কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্।

শ্যামলাম্ সরলাম্ সুস্মিতাম্ ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।

—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শান্তি মন্ত্র

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ভবেৎ।।

অর্থ ঃ সকলে সুখী হোন, সকলে সুস্থ থাকুন। সকলে সকলের মঙ্গল দেখুন, কেউ যেন দুঃখ ভোগ না করেন।।

লোকপ্রজ্ঞা বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও সঙ্গীত বিভাগের কাজ স্বামীজীর এই বাণীকে আলোচনা ও পুস্তক আকারে প্রমানসহ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা।

ভারতবর্ষ ও তার পুনরুত্থানের উপায়

-স্বামী বিবেকানন্দ

‘‘যদি এই পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ থাকে, যাকে ‘পুণ্যভূমি’ নামে বিশেষিত করা যেতে পারে, যদি এমন কোনও স্থান থাকে যেখানে মানুষের ভেতর ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, শান্তভাব প্রভৃতি সদগুণের বিকাশ সবচেয়ে অধিক পরিমাণে হয়েছে, যদি এমন কোনও দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হয়েছে, তবে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি সে আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষ। *(বাণী ও রচনা— ৫ম খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা)*

ভারতের ইতিহাসে কেউ এমন একটি যুগ দেখিয়ে দিন দেখি, যে-যুগে সমগ্র জগৎকে আধ্যাত্মিকতা দ্বারা পরিচালিত করবার মতো মহাপুরুষের অভাব ছিল। কিন্তু ভারতের কার্যপ্রণালী আধ্যাত্মিক- সেকাজ রণবাদ্য বা সেনাবাহিনীর অভিযানের দ্বারা হতে পারে না। ভারতের প্রভাব চিরকাল পৃথিবীতে নিঃশব্দ শিশিরপাতের মতো সকলের অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয়েছে অথচ পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ফুলগুলি ফুটিয়ে তুলেছে। *(বাণী ও রচনা— ১০ম খণ্ড ১৫৮ পৃষ্ঠা)*

জগতে ভারতের দান

আমাদের মাতৃভূমির প্রতি জগতের ঋণ অপরিসীম।

(খ্রিস্ট) ধর্ম যখন কল্পনাতেও উদ্ভূত হয়নি, তার অন্তত তিনশো বছর আগে আমাদের ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও একই কথা। প্রাচীন ভারতবর্ষের আর একটি দান বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন চিকিৎসকের দল। স্যার উইলিয়ম হান্টারের মতে নানান রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কার এবং বিকল কর্ণ ও নাসিকার পুনর্গঠনের উপায় নির্ণয়ের দ্বারা ভারতবর্ষ আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। অঙ্কশাস্ত্রে ভারতের কৃতিত্ব আরও বেশি। বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও বর্তমান বিজ্ঞানের বিজয়গৌরব- স্বরূপ মিশ্রগণিত সবগুলোরই জন্ম ভারতবর্ষে। বর্তমান সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর-স্বরূপ সংখ্যাদশকও ভারতমনীষারই সৃষ্টি। দশটি সংখ্যাবাচক দশমিক (decimal) শব্দ বাস্তবিক সংস্কৃত ভাষার শব্দ।

দর্শনের ক্ষেত্রেও আমরা এখনও পর্যন্ত অন্য যে-কোনও জাতির চেয়ে অনেক উপরে আছি। প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারও একথা স্বীকার করেছেন। সঙ্গীতে ভারত জগৎকে দিয়েছে প্রধান সাতটা স্বর এবং সুরের তিনটি গ্রাম সহ স্বরলিপি-প্রণালী।... ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা এখন

সর্বসম্মত যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা যাবতীয় ইউরোপীয় ভাষার ভিত্তি।...

সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের মহাকাব্য, কাব্য ও নাটক অন্য যে-কোনও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনার সমান। জার্মানির শ্রেষ্ঠ কবি আমাদের শকুন্তলা নাটক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে বলেছেন যে, এতে 'স্বর্গ ও পৃথিবী সম্মিলিত।' 'ঈশপস ফেবলস' নামে প্রসিদ্ধ গল্পমালা ভারতেরই দান- কারণ, ঈশপ তাঁর বই-এর উপাদান নিয়েছিলেন একটা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে। 'অ্যারাবিয়ান নাইটস' নামক বিখ্যাত কথাসাহিত্য, এমনকি 'সিনডারেলা ও বরবটির ডাঁটা' গল্পেরও উৎপত্তি ভারতেই। শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভারতই প্রথম তুলো ও লাল রং উৎপাদন করে; এবং সবরকম অলঙ্কার তৈরিতেও বিশেষ দক্ষতা দেখায়। চিনি ভারতেই প্রথম তৈরি হয়েছিল। ইংরেজি 'সুগার' কথাটি সংস্কৃত শর্করা থেকে তৈরি। সবশেষে

বলা যেতে পারে, দাবা, তাস ও পাশা খেলা ভারতেই আবিষ্কৃত হয়। বস্তুত, সব দিক দিয়ে ভারতবর্ষের উৎকর্ষ এত বিরাট ছিল যে, দলে দলে বুভুক্ষু ইউরোপীয়রা ভাগ্যের খোঁজে ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হতে থাকে এবং পরোক্ষভাবে এই ঘটনাই পরে আমেরিকা আবিস্কারের কারণ হয়।

(বাণী ও রচনা— ১০ম খণ্ড ১০৯ পৃষ্ঠা)

এই আমি হিন্দুজাতির মধ্যে একজন অতি নগণ্য ব্যক্তি, তথাপি আমি আমার জাতির—আমার পূর্বপুরুষগণের গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। **আমি নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করিয়া থাকি।** আমি যে তোমাদের একজন অযোগ্য দাস, ইহাতে আমি গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। তোমরা ঋষির বংশধর, সেই অতিশয় মহিমময় পূর্বপুরুষগণের বংশধর....। *(বাণী ও রচনা ৫ম খণ্ড ২৮৪ পৃষ্ঠা)*

LOKAPRAJNA KARYAKARTA– 2024-25

STATE LEVEL

Sanyojak : Dr Somsubhra Gupta (8420130795)
Chatra Yuva Shakti :
Pramukh : Shashanka Nayek (9474506881)
Usha pramukh : Partha Pal (9475261005)
Uday pramukh : Ramen Ch. Barai (9800113611)
Acharya : Swarup Kumar Dhabal (9800110775)
Unmesh pramukh: Koushik Haldar(9433745813)
Saha : Palash Chattopadhyay (6294487578)
Acharya : Sandip Sinha (9732631497)
Uttaran pramukh : Abhijit Kundu (6294160478)
Acharya : Dr. Partha Sarathi Guin (9330083036)
Matri Shakti: Sutapa Basak Bhar (9882701489)
Samparka : Dr. Ashish Kr. Mondal (7583976021)
Byabostha : Himansu Maity (9830532858)

Vijnan : Dr. Rash Behari Bhar (8100294489)
Saha- Dr. Kali Sankar Chattopadhyay (8250276268)
Samaj Vijnan : Dr. Anil Kumar Ghosh (9593896073)
Acharya- Dr. Pranab Chattopadhyay (9474008414)
Yog Vijnan : Milan Mondal (9564272977) Kolkata Uttar
Chandan Das (9933949485) Haldia
Sangeet : Paramita Gupta (8420845273)
Prajna Bhasyo (Prachar & Publication)
Anirban De (9432075726) Kolkata Uttar
Gobeshana :
Dr Indrajit Sarkar (8240588515) Baruipur

PRANTA LEVEL

Sanyojak :
Gopal Biswas (7001329094) Dakshin Banga
Monoranjan Hajra (9064118865) Madhya Banga
Dr. Suman Panigrahi {Saha} (8918804515) Uttar Banga

GAT LEVEL

Himalay (Medinipur)

Sanyojak : Sukhendu Bera (9126430234)
Sah Sanyojak : Surajit Den (9932928768)
Chatra Yuva Shakti : Sabyasachi Sinha (9732604216)

Araballi (Kolkata & Howrah)

Sanyojak : Subrata Bash (7980601296)
Sah Sanyojak : Prabir Mukkerjee (8961653802)

Bindhya (24 Parganas)
Sanyojak : Loknath Sardar (9093229498)

Mahendra (Murshidabad)

Sanyojak : Gourhari Chakraborty (9475127412)
Sah Sanyojak : Dr, Mohitosh Biswas (9474027708)
Chatra Yuva Shakti : Debaditya Chakraborty (8346834074)
Matri Shakti : Sohini Chakraborty (7699313771)

Sahyadri (Birbhum)

Sanyojak : Asim Kr. Mondal (8637519757) Siuri
Sah Sanyojak : Dr. Sukanta Ayon (9733712985) Bolpur

Kailash (Bankura Purulia)

Sanyojak : Sisir Kumar Garai (9173849378) Bankura
Sah Sanyojak : Trinayani Ojha (9434882221) Purulia

Malay (Barddhaman)

Sanyojak : Lakshmi Kanta Ghosh (9831564041)
Sah Sanyojak : Prabir Kr. Dan (6296461138)
Chatra Yuva Shakti : Dr Soumen Ghosh (9474402295)

Raibatak (Hooghly)

Sanyojak : Milon Kumar Dey (9474095114) Haripal
Sah Sanyojak : Asit Kumar Bannerjee (9474099634)
Chatra Yuva Shakti : Dr. Tanmay Pandit (9734281763)
Matri Shakti : Tumpa Chakraborty (9474400754)

স্বদেশমন্ত্র

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা— এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না— তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না— তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না— তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের— নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না— তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না— তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না— নীচজাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল— আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল— মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল— ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই— ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল, দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

—'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৪৯ পৃষ্ঠা।

পরাধীনতার কারণ-৪

- এই পরানুবাদ, পরানুকরন, পরমুখাপেক্ষা।
- এই দাসসুলভ দুর্বলতা।
- এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা।
- এই লজ্জাকর কাপুরুষতা।

স্বাধীনতার/পুনরুত্থানের উপায়-৬

- ভুলিও না— তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।
- ভুলিও না— তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর।
- ভুলিও না--- তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের— নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে।
- ভুলিও না— তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।
- ভুলিও না— তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র
- ভুলিও না— নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।

করণীয় কাজ/কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সাধনা-৪

- হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল— আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।
- বল— মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।
- তুমিও কটিমাত্র- বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল— ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী।
- বল ভাই— ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।

শরণাগতি/ব্যাকুল প্রার্থনা - উদ্দেশ্য সাধনের জন্য

- আর বল দিনরাত - 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা আমার দুর্বলতা কাপুরষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।

ভারতবিধাতা

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্য বিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী।
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।

ঘোরতিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরিভালে—
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একম্ সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি

ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য